# সার্বভৌম ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা

## আদিপুস্তক ২১.১৪-২১ পদ

২৫ বৎসরেরও বেশি সময় অপেক্ষার পর ঈশ্বর অব্রাহামের পরিবারে প্রতিজ্ঞাত সন্তান ইস্হাককে দান করেন। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে বৃদ্ধা সারার গর্ভেই ইস্হাকের জন্ম হয়। ইস্হাকের জন্ম সার্বভৌম ঈশ্বরের অলৌকিক কাজের ফল; সেখানে মানুষের কোন প্রকার চেষ্টা, সাহায্য বা অংশগ্রহণ নেই। এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের জীবনে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে সার্বভৌম ঈশ্বর কোনওভাবেই আমাদের সাহায্যপ্রার্থী নন। তিনি স্বয়ংস্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে সারা ও অব্রাহাম ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চেয়েছিল এবং তাদের ভুল কাজের ফলস্বরূপ ইশ্মায়েলের জন্ম হয়েছিল। এখন ইশ্মায়েল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসের ফল নয়; *সে মাংস অনুসারে জন্ম নিয়েছে* (গালা ৪.২৩)। এই কারণে, প্রতিজ্ঞার পুত্রের সঙ্গে মাংস অনুসারে জাত পুত্র কখনও দায়াধিকারী হতে পারে না। তাই, ১৪ বৎসর যাবৎ ইশ্মায়েলের প্রতি তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা ও স্নেহ প্রদর্শন করলেও, ইস্হাকের জন্মের পর ইশ্মায়েলকে দূর করতে ঈশ্বর অব্রাহামকে আদেশ করলেন। অব্রাহামের প্রথম সন্তান হিসাবে ইশ্মায়েলেই অব্রাহামের বংশ আখ্যাত হবার কথা। কিন্তু অব্রাহামের বংশ জগতের আর পাঁচটা বংশের সমান নয়। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছেন, যার ফলস্বরূপ অব্রাহাম থেকে এমন এক মহাজাতি উৎপন্ন হবে, যার দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে (১২.২-৩)। এরদ্বারা, অব্রাহামের বংশধর হয়ে যীশুখ্রীস্টের পৃথিবীতে আবির্ভাবকেই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই, মাংস অনুসারে জাত সন্তানে কখনও অব্রাহামের বংশ আখ্যাত হতে পারে না। পৌল তাঁর রোমীয় পত্রে এই কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, *"অব্রাহামের বংশ বলে তারা যে সকলেই সন্তান, তাও নয়, কিন্তু 'ইস্হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হবে।' এর অর্থ এই, যারা মাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান, এমন নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানরাই বংশ বলে গণিত হয়"* (রোমীয় ৯.৭-৮)।

স্ত্রী সারা যখন হাগার ও ইশ্মায়েলকে দূর করে দিতে বলেছিল, সে কথা শুনে অব্রাহাম অসন্তুষ্ট হয়েছিল (১১ পদ)। কিন্তু ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে সেই একই কথা বলেছিলেন, অব্রাহাম তার জীবনে এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়েছিল। কী করবে অব্রাহাম? অব্রাহাম জানে এবং স্বীকারও করে যে ইশ্মায়েল প্রতিজ্ঞার সন্তান নয়; কিন্তু সে তো তার নিজের ঔরসে জাত সন্তান। অন্যদিকে, দাসী হলেও হাগার অব্রাহামের বিয়ে করা স্ত্রী (১৬.৩)। এইভাবে, একদিকে পারিবারিক টান আর অন্যদিকে ঈশ্বরের চুক্তি তথা আদেশের মাঝখানে সেদিন অব্রাহাম দাঁড়িয়েছিল। দু-নৌকায় পা দিয়ে যেমন চলা যায় না, একটি নৌকা বেছে নিতে হয়; অব্রাহামকেও এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। অবশ্য, অব্রাহাম যে এই প্রথম এমন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্মুখীন, তা নয়। কারণ ঊরে থাকাকালীন ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আহ্বাণ করেছিলেন, তখনও সে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। আবার এখানেই শেষ নয়, এর পর ঈশ্বর যখন ইস্হাককে হোমার্থে বলিদান করতে বলবেন, তখনও অব্রাহাম একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। অব্রাহাম প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিল। বিশ্বাসী আমাদের জীবনেও বারংবার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক সময় আসে, কিন্তু তখন কি আমরা আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা অব্রাহামের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করি?

১৪ পদে বলা হয়েছে, *"অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠে রুটি ও জলপূর্ণ কুপা নিয়ে হাগারের কাঁধে দিয়ে বালকটিকে সমর্পণ করে তাকে বিদায় করল।"* এই কথা থেকে ধরা যেতে পারে যে, অব্রাহাম সারা রাত চিন্তায় কাটিয়েছে। অনেক চিন্তা করার পর অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ মেনে হাগার ও ইশ্মায়েলকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তার বাস্তবায়ন করা এক কথা নয়। বিশেষতঃ নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে ত্যাগ করার ন্যায়


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

কঠিন সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করা কত কঠিন, তা আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু অব্রাহামের কাছ থেকে আমরা যে বিষয়টি শিক্ষা নেব, তা হল, অব্রাহাম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা বাস্তবায়নে বিলম্ব করেনি। আমরা এখানে, একদিন বা দু-দিনের বিলম্বের কথা পাই না; কিন্তু সারা রাত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবার পর খুব সকালে উঠে অব্রাহাম তাদের বিদায় করল। অব্রাহাম ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এই ২৫ বৎসরেরও বেশি সময় কাটিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয়তার অধিকারী হয়েছিল। ইস্হাককে বলি দিতে গিয়ে যেমন অব্রাহাম *"মনে স্থির করেছিল, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও উত্থাপন করতে সমর্থ,"* (ইব্রীয় ১১.১৯); ঠিক তেমনই, অব্রাহাম জানত যে, ইশ্মায়েলের বিষয়ে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন (১৭.২০; ২১.১৩) তা অব্রাহামের সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বর নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ করতে পারেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে জীবন যাপনের দ্বারা অব্রাহাম এই যে জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করেছে, তাই-ই অব্রাহামকে এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং তা বাস্তবায়িত করতে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিল। অব্রাহাম বিশ্বাস করত যে, একমাত্র ঈশ্বরই *"সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিচ্ছেন"* (প্রেরিত ১৭.২৫); *"নিজ পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা"* (ইব্রীয় ১.৩)। আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কতখানি তাঁর উপর আস্থা রাখি? আমাদের জীবন-যাত্রায় আমরা কি তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করি?

পরবর্তী বিবরণ থেকে আমরা জানি যে ইশ্মায়েলকে নিয়ে হাগার বের-শেবা প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যে খাবার ও জল যাত্রার সময় তাদের দেওয়া হয়েছিল, তা মরুভূমির পথে শেষ হয়ে যায়। এখন মরুভূমিতে তারা কোথায় জল পাবে? তাই, তারা দু-জনে পিপাসায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। মা হয়ে এইভাবে নিজের ছেলের মৃত্যু দেখা কোনও মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, হাগার ইশ্মায়েলকে (যার বয়স তখন ১৫/১৬ বৎসর) ঝোপের নিচে শুইয়ে রাখল; এবং তীর ছুঁড়লে যতদূর যায়, এমন দূরত্বে নিজে বসে কাঁদতে লাগল (১৫-১৬ পদ)।

এখন, ঈশ্বর যদিও ইশ্মায়েলকে মনোনীত করেননি, ঠিক কথা; কিন্তু ইশ্মায়েলের বিষয়ে অব্রাহামের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন ও ইশ্মায়েলকে আশীর্বাদ করেছেন (১৭.২০)। তাই, ইশ্মায়েলের বিষয় অব্রাহামের কাছে নিজে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঈশ্বর তা স্মরণ করলেন। এর আগে আমরা দেখেছি, সদাপ্রভুর দূত, (তথা পুরাতন নিয়মে খ্রীস্টের প্রকাশ) প্রান্তরে হাগারকে দেখা দিয়েছিলেন (১৬.৭-১৩), যখন গর্ব্ভবতী হাগার সারার অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে অব্রাহামের পরিবার থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। এখানেও ঈশ্বর ইশ্মায়েলকে একইভাবে স্মরণ করে তাদের বাঁচার পথ দেখালেন (১৭-১৮)। এর দ্বারা আমরা একটি সত্য এখানে উপলব্ধি করি। একথা সত্য যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনানুসারে, ইশ্মায়েল ও প্রতিজ্ঞা "চুক্তির মধ্যে কিছু কালের জন্য, একটা ব্যবধান ছিল। সেই প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে থাকতে ঈশ্বরই তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দূরবর্তীতা চিরকাল থাকবে না। কারণ, ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে, একদিন প্রকৃত প্রতিজ্ঞাত সন্তান হয়ে যীশু খ্রীস্ট ইস্হাকের ন্যায় অলৌকিকভাবে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং কেবল ইশ্মায়েলের বংশধর নয় কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে পরিত্রাণের আশীর্বাদ পৌঁছে দেবেন" (ইফিষীয় ২.১২)। আমাদের পরিত্রাতার আগমনকে স্মরণ করেই সেদিন ইশ্মায়েলকে রক্ষা করতে ঈশ্বর তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯ পদে বলা হয়েছে, *"ঈশ্বর হাগারের চোখ খুলে দিলেন, তাতে সে এক সজল কূপ দেখতে পেল।"* এর অর্থ এই নয় যে, হাগার এতদিন অন্ধ ছিল। কিন্তু এই কথা থেকে ধরা যেতে পারে যে, কূপটি যদিও কাছেই ছিল, হাগার তা দেখতে পায়নি। তাই কূপটি দেখতে পেতে ঈশ্বর হাগারের চোখ খুলে দিলেন। বাইবেল বলে, *"এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে"* (২করি ৪.৪)। প্রভু যেমন লুদিয়ার হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬.১৪), ঠিক একইভাবে পবিত্রআত্মা আমাদের হৃদয়ের অন্ধত্ব দূর না করলে, আমরা কখনও উদ্ধার পেতে পারি না।

হাগার ও ইশ্মায়েলকে অব্রাহাম বিদায় দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, অব্রাহামের পক্ষে আর তাদের দেখা সম্ভব হবে না; তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অব্রাহাম কোনও বিষয়ের যোগানও দিতে পারবে না। কিন্তু অব্রাহাম যদিও

তা করতে পারেনি, ঈশ্বর নিজে তা সাধন করার দায়িত্ব নিলেন। বাইবেল বলে, বালকটিকে কবেল মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা নয়; কিন্তু *"ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হলেন"* (২০ পদ)। এই ঘটনার প্রায় দু-হাজার বছর পরে খ্রীস্ট মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং পাপ থেকে পরিত্রাণের আশীর্বাদ ইশ্মায়েলের বংশধরদের কাছে পৌঁছে দেন;তাদের অনেকেই খ্রীস্ট কে বিশ্বাস করে প্রতিজ্ঞার সন্তানের আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ইস্রায়েলের সম্পর্ককে উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদিপুস্তকে আমরা ইস্রায়েলের প্রতিবেশি বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কথা পাই)মোয়াব ও অম্মোন (১৯.৩০-৩৮), ইশ্মায়েলীয় (২১.১৭-২১; ২৫.১২-১৮), মিদিয়ন (২৫.২), এষৌ থেকে ইদোমীয় (৩৬.১-৪৩)। এখন আদিপুস্তক থেকে দুটি বিষয় খুব পরিষ্কার, (১) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশের উপর অধিকার সম্বন্ধে এই সমস্ত জাতির কারুরই কোনও দাবী সঠিক নয়, এবং (২) এদের মধ্যে কয়েকটি জাতির পিতা ছিলেন অব্রাহাম (ইশ্মায়েল, মিদিয়ন, ইদোমীয়);এবং অন্যরা (মোয়াব, অম্মনীয়) অব্রাহামের পরিবারের দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছিল। এই কারণে, ইস্রায়েলের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় ইস্রায়েলীয়রা তাদের প্রতিবেশি জাতিদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চেয়েছে। যদিও তা কখনও সঙ্গত ছিল না;কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইস্রায়েল এমন স্থান পেয়েছে, তাতে নিজের গর্ব করার কিছু ছিল না। পরবর্তীকালে, আরবের লোকেরা নিজেদের ইশ্মায়েলের বংশধর হিসাবে দাবী করে, যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা এই সংযোগ রেখা তৈরী করা খুবই কঠিন এবং তারা নিজেরাও তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে না। কিন্তু তাদের এই দাবীর পেছনে কারণ হল, তারা নিজেদের মহম্মদের আত্মিক সন্তান হিসাবে বর্ণনা করে, যে মহম্মদকে তারা ইশ্মায়েলের বংশধর বলে মনে করে (যদিও মহম্মদ নিজে বা কোরানে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি)। বাইবেলে বা অসরীয়দের লেখায় আরববাসীদের কেবল বিস্তৃর্ণ শুষ্ক মরুভমির অধিবাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে (ইসলাম ধর্মের সূচনা থেকে) এই জাতির সঙ্গে ইশ্মায়েলের সম্পর্ককে যুক্ত করা হয়। বাইবেলে কোথাও ইস্রায়েলের সঙ্গে আরববাসী অথবা ইশ্মায়েলীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামের উৎপত্তির পর থেকেই ধর্মীয় প্রতিযোগিতা থেকে ভৌগলিক অধিকারের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যা আজও অব্যাহত।

ইতিহাসের পাতা থেকে এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করার পর, আমরা আমাদের আত্মিক জীবনে এর থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করব। এই সমস্ত সমস্যার উৎপত্তি ঘটেছিল অব্রাহামের কয়েকটি ভুল পদক্ষেপের কারণে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল (১২.১০), তখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরে না থেকে অব্রাহামের মিসর-যাত্রা ছিল ভুল পদক্ষেপ। কারণ, এরই ফলস্বরূপ মিসর থেকে দাসী হিসাবে হাগার অব্রাহামের পরিবারের সঙ্গে কনানে আসে (১৬.১)। এরপর, স্ত্রী সারার পরামর্শে অব্রাহাম সেই দাসীকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে ইশ্মায়েল জন্মায় (১৬.১-১৫)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা "চুক্তির দৃষ্টিকোন থেকে অব্রাহামের এই কাজ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কাজ। এরই ফলস্বরূপ হাগারের জীবন বিভিন্ন সমস্যায় পূর্ণ হয়, যদিও হাগার তার জন্য সরাসরি দায়ী ছিল না। অব্রাহাম যদিও ভুল পদক্ষেপের দ্বারা এই সমস্যা তৈরী করেছে;ঈশ্বর কিন্তু সেই সমস্যার সমাধানে (ইশ্মায়েলকে উদ্ধার তথা যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ) বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে ক্ষান্ত হননি। আজ আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব, অব্রাহামের ন্যায় ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার দ্বারা কি আমরা অন্যদের জীবনে সমস্যা বা দুঃখের কারণ হয়েছি? আমরা যদিও তাদের সমস্যা বা দুঃখের কারণ হয়েছি, ঈশ্বর কিন্তু তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনে ক্ষান্ত হননি। *"সদাপ্রভু, তোমার দয়া আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত, তোমার বিশ্বস্ততা গগনস্পর্শী"*(গীত ৩৬.৫)।